রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বুধবার, সেপ্টেম্বর ১৭, ২০০৮

[বেসরকারী ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ]

আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক

প্রধান কার্যালয়, ঢাকা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ৮ শ্রাবণ ১৪১৫ বঙ্গাব্দ/২৩ জুলাই ২০০৮ খ্রিস্টাব্দ

এস, আর, ও নং ২২৭-আইন/২০০৮—আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ২১নং আইন) এর ধারা ৩২ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংকের পরিচালনা বোর্ড, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, নিম্নরূপ প্রবিধানমালা প্রণয়ন করিল, যথা ঃ—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, প্রয়োগ ও প্রবর্তন** ।—(১) এই প্রবিধানমালা আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক সাধারণ ভবিষ্য তহবিল প্রবিধানমালা, ২০০৮ নামে অভিহিত হইবে ।

(২) ইহা নিম্নলিখিত কর্মচারীগণ ব্যতীত ব্যাংকের সকল কর্মচারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে, যথাঃ—

(ক) প্রেষণে নিয়োজিত কর্মচারী ; এবং

(খ) সম্পূর্ণ অস্থায়ী, খন্ডকালীন, দৈনিক বা চুক্তি ভিত্তিতে নিয়োজিত কর্মচারী ।

(৩) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে ।

২। **সংজ্ঞা** ।—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে এই প্রবিধানমালায়—

(ক) "কর্তৃপক্ষ" অর্থ আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংকের বোর্ড কিংবা কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা প্রয়োগ করার জন্য তৎকর্তৃক মনোনীত কোন কর্মকর্তা ;

(খ) "কর্মচারী" অর্থ শিক্ষানবিস, স্থায়ী বা অস্থায়ী নির্বিশেষে ব্যাংকের সকল কর্মচারী এবং কোন কর্মকর্তাও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবেন ;

মূল্য ঃ টাকা ৮.০০

(গ) "চাঁদা প্রদানকারী" অর্থ এই প্রবিধানমালা অনুসারে চাঁদা প্রদান করেন এমন যে কোন কর্মকর্তা ও কর্মচারী ;

(ঘ) "তহবিল" অর্থ এই প্রবিধানমালার অধীনে গঠিত সাধারণ ভবিষ্য তহবিল ;

(ঙ) "পরিবার" অর্থ—

(অ) কর্মচারী পুরুষ হইলে, তাহার স্ত্রী বা স্ত্রীগণ ও তাহার সন্তান-সন্ততিগণ এবং তাহার মৃত পুত্রের বিধবা স্ত্রী বা স্ত্রীগণ ও সন্তান-সন্ততিগণ, অথবা উক্ত স্ত্রী বা সন্তান-সন্ততিগণের অবর্তমানে উক্ত কর্মচারীর বৈধ উত্তরাধিকারীগণ ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, যদি কোন কর্মচারী প্রমাণ করেন যে, আদালতের আদেশ অনুসারে তিনি ও তাহার স্ত্রী আলাদাভাবে বসবাস করেন অথবা তাহার স্ত্রী প্রথাভিত্তিক আইন অনুসারে খোরপোষ লাভের অধিকার পাইয়াছেন, তাহা হইলে উক্ত স্ত্রীকে পরিবারভুক্ত করিবার জন্য উক্ত কর্মচারী কর্তৃক যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট লিখিতভাবে ইচ্ছা প্রকাশ না করা পর্যন্ত, উক্ত স্ত্রী এই প্রবিধানমালার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে উক্ত কর্মচারীর পরিবারভুক্ত বলিয়া গণ্য হইবেন না; এবং

(আ) কর্মচারী মহিলা হইলে, তাহার স্বামী এবং সন্তান-সন্ততিগণ ও তাহার মৃত পুত্রের বিধবা স্ত্রী বা স্ত্রীগণ ও সন্তান-সন্ততিগণ, অথবা উক্ত স্ত্রী বা সন্তান-সন্ততিগণের অবর্তমানে উক্ত কর্মচারীর বৈধ উত্তরাধিকারীগণ ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কোন মহিলা কর্মচারী তাহার স্বামীকে এই প্রবিধানমালার কোন ব্যাপারে তাহার পরিবারভুক্ত না করিবার জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট লিখিতভাবে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া থাকিলে, উহার বিপরীতে ইচ্ছা প্রকাশ না করা পর্যন্ত, উক্ত স্বামী উক্ত কর্মচারীর পরিবারভুক্ত বলিয়া গণ্য হইবেন না ;

(চ) "বেতন" অর্থ চাঁদা প্রদানকারীর মূল বেতন ও ব্যক্তিগত বেতন (যদি থাকে) ;

(ছ) "বৎসর" অর্থ আর্থিক বৎসর ;

(জ) "ব্যাংক" অর্থ আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক ;

(ঝ) "সন্তান" অর্থ বৈধ সন্তান ;

(ঞ) "হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা" অর্থ ব্যাংকের হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা ।

৩। **সাধারণ ভবিষ্য তহবিল**।—(১) কর্মচারীগণকে এই প্রবিধানমালার অধীন সুবিধাদি প্রদানের উদ্দেশ্যে নিম্নবর্ণিত উৎসসমূহ হইতে প্রাপ্ত অর্থ সমন্বয়ে আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক সাধারণ ভবিষ্য তহবিল নামে একটি তহবিল গঠিত হইবে, যথা ঃ—

(ক) প্রবিধান ৪ এর অধীন চাঁদা প্রদানকারী কর্তৃক প্রদত্ত চাঁদার অর্থ ;

(খ) কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত অনুসারে সময় সময় তহবিলে প্রদত্ত এককালীন মঞ্জুর ; এবং

(গ) তহবিলের অর্থ বিনিয়োগ হইতে অর্জিত আয় ।

(২) তহবিলে হিসাব খুলিবার জন্য এই প্রবিধানমালা প্রবর্তনের সময় ব্যাংকের চাকুরীতে নিয়োজিত যে কোন কর্মচারী অনুরূপ প্রবর্তনের তারিখ হইতে, এবং অন্যান্য কর্মচারী ব্যাংকের চাকুরীতে যোগদানের তারিখ হইতে, ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তার নিকট ফরম 'ক' অনুযায়ী আবেদন করিবেন ।

(৩) উপ-বিধি (২) এর অধীনে দাখিলকৃত আবেদনপত্র সম্পর্কে, সন্তুষ্ট হইলে হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা আবেদনপত্র মঞ্জুর করতঃ আবেদনকারীর নামে একটি পৃথক হিসাব খুলিয়া একটি হিসাব নম্বর বরাদ্দ করিবেন এবং উহা সংশ্লিষ্ট আবেদনকারীকে লিখিতভাবে জানাইয়া দিবেন ।

(৪) তহবিলে জমাকৃত ও উহা হইতে পরিশোধিত বা বিনিয়োগকৃত অর্থ সম্পর্কে হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা যাবতীয় হিসাব সংরক্ষণ করিবেন ।

(৫) মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, সময় সময়, তহবিলের হিসাব প্রচলিত আইন অনুসারে নিরীক্ষা করিতে পারিবেন ।

৪। **তহবিলের দেয় চাঁদা**।—(১) প্রত্যেক চাঁদা প্রদানকারী প্রতি মাসে নিম্নবর্ণিত হারে চাঁদা প্রদান করিবেন, যাহা তাহার মাসিক বেতন বিল হইতে কর্তন করিয়া তহবিলে জমা করা হইবে, যথাঃ—

ক্রমিক নং	মাসিক বেতন	ন্যূনতম চাঁদার হার
(১)	৪,০০০ (চার হাজার) টাকা পর্যন্ত	৮%
(২)	৪,০০০ (চার হাজার) টাকার ঊর্দ্ধে	১০%

তবে শর্ত থাকে যে, চাঁদা প্রদানকারী উক্ত হার অপেক্ষা অধিক হারেও চাঁদা প্রদান করিতে পারিবেন ।

(২) কোন চাঁদা প্রদানকারী নির্ধারিত হারের অতিরিক্ত হারে চাঁদা প্রদান করিতে চাহিলে তিনি চাঁদার সুনির্দিষ্ট পরিমাণ উল্লেখপূর্বক লিখিতভাবে হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তাকে অবহিত করিবেন ।

(৩) উপ-প্রবিধান (২) এর অধীন কোন চাঁদা প্রদানকারী অতিরিক্ত চাঁদা প্রদানের বিষয়টি অবহিত করিলে হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা উহা কর্তৃপক্ষের নিকট উপস্থাপন করিবেন এবং কর্তৃপক্ষ উহা যথার্থ মনে করিলে বর্ধিত হারে চাঁদা প্রদান করিবার অনুমোদন দিতে পারিবে ।

(৪) কোন চাঁদা প্রদানকারীর বয়স ৫২ বৎসর পূর্ণ হইলে তিনি কর্তৃপক্ষের নিকট লিখিতভাবে আবেদন করিয়া চাঁদা কর্তন বন্ধ করিতে পারিবেন, তবে এইরূপ ক্ষেত্রে তিনি পরবর্তীতে আর চাঁদা জমা করার সুয়োগ পাইবেন না।

(৫) চাঁদা পূর্ণ টাকায় এবং বাংলাদেশী মুদ্রায় হইবে।

(৬) কোন চাঁদা প্রদানকারী বেতনসহ ছুটিতে থাকিলে তাহার চাঁদা প্রদান অব্যাহত থাকিবে; কিন্ত তিনি বিনা বেতনে ছুটিতে থাকিলে, উক্ত সময়ের চাঁদা প্রদানের বাধ্যবাধকতা থাকিবে না এবং উক্ত সময়ের চাঁদা তিনি ছুটি শেষ হওয়ার পরেও জমা দিতে পারেন।

৫। **সাময়িকভাবে বরখাস্ত থাকাকালীন চাঁদা প্রদান** ।—কোন চাঁদা প্রদানকারী সাময়িকভাবে বরখাস্ত থাকাকালে ভবিষ্য তহবিলে চাঁদা প্রদান করিতে পারিবেন না, তবে পুনর্বহাল হওয়ার পর তিনি একত্রে উক্ত সময়ের বকেয়া চাঁদা প্রদান করিতে পারিবেন।

৬। **প্রেষণে নিয়োজিত থাকাকালীন সময়ে চাঁদা প্রদানকারীর ভবিষ্য তহবিলে চাঁদা প্রদান** ।—কোন চাঁদা প্রদানকারী দেশে বা বিদেশে প্রেষণে নিয়োজিত থাকিলেও তিনি এই প্রবিধানমালার অধীন ভবিষ্য তহবিলে সেইভাবে চাঁদা প্রদান করিবেন, যেইভাবে তিনি প্রেষণে না গেলে প্রদান করিতেন।

৭। **তহবিলের টাকা বিনিয়োগ পদ্ধতি** ।—কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময় সময় প্রদত্ত আদেশ দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসারে তহবিলের টাকা বিনিয়োগ করা যাইবে।

৮। **মনোনয়ন** ।—(১) কোন চাঁদা প্রদানকারীর মৃত্যু হইলে তাহার ভবিষ্য তহবিল-হিসাবে জমাকৃত টাকা কে গ্রহণ করিবে তাহা নির্ধারণের জন্য প্রত্যেক চাঁদাপ্রদানকারী, চাঁদা প্রদান শুরু করিবার সময়, তাহার পরিবারের এক বা একাধিক সদস্যকে **ফরম 'খ'** অনুযায়ী মনোনীত করিবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কোন চাঁদা প্রদানকারীর পরিবার না থাকিলে, তিনি যে কোন এক বা একাধিক ব্যক্তিকে **ফরম 'গ'** অনুযায়ী মাধ্যমে মনোনীত করিতে পারিবেন ; এবং অনুরূপ মনোনয়নের পরে তিনি কোন সময় পরিবার অর্জন করিলে উক্ত মনোনয়ন বাতিল হইয়া যাইবে এবং তিনি অবিলম্বে তাহার পরিবারের এক বা একাধিক সদস্যকে এই উপ-প্রবিধানের অধীনে মনোনীত করিবেন।

(২) প্রবিধান (১) এর অধীন যদি কোন চাঁদাপ্রদানকারী একাধিক ব্যক্তিকে মনোনয়ন প্রদান করেন তবে প্রত্যেকের অংশের পরিমাণ উল্লেখ করিতে হইবে যাহার মোট অংশের পরিমাণ শতকরা ১০০ ভাগ হইবে।

(৩) কোন চাঁদাপ্রদানকারী লিখিতভাবে নোটিশ প্রদান করিয়া তাহার পূর্বের মনোনয়ন বাতিল করিতে এবং নতুন মনোনয়ন দিতে পারিবেন।

৯। **তহবিলে জমাকৃত অর্থ পরিশোধ**।—কোন চাঁদা প্রদানকারী চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণ বা পদত্যাগ করিলে, অথবা অপসারণ ও বরখাস্ত ব্যতীত অন্য কোনভাবে চাকুরীচ্যুত হইলে, তাহার ভবিষ্য তহবিল হিসাবে সঞ্চিত অর্থ চাঁদা প্রদানকারীকে অথবা, ক্ষেত্রমত, তাহার মনোনীত ব্যক্তিকে বা উত্তরাধিকারীকে পরিশোধ করিতে হইবে।

১০। **চাঁদা প্রদানকারীর মৃত্যুতে তহবিল হইতে তাৎক্ষণিকভাবে অর্থ প্রদান**।—কোন চাঁদাপ্রদানকারীর মৃত্যু হইলে, তাহার দাফন-কাফন বা ক্ষেত্রমত অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করিবার জন্য অথবা তাহার বিধবা স্ত্রী বা সন্তান-সন্ততি অথবা অন্যান্য পোষ্যবর্গকে তাৎক্ষণিকভাবে সাহায্য প্রদানের জন্য ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক উক্ত কর্মচারীর ভবিষ্য তহবিল হিসাবে সঞ্চিত অর্থ হইতে, যদি থাকে, অনধিক ৫০০০ (পাঁচ হাজার) টাকা প্রদান করিতে পারিবেন; এবং এইরূপ কোন অর্থ প্রদান করা হইলে, উহা ভবিষ্য তহবিল হিসাবে সঞ্চিত অর্থ চূড়ান্তভাবে পরিশোধের সময় সমন্বয় করিতে হইবে।

১১। **চাঁদা প্রদানকারীর নিকট হইতে ব্যাংকের প্রাপ্য টাকা কর্তন**।—কোন চাঁদা প্রদানকারীর অবসর গ্রহণ, মৃত্যু বা অন্যবিধভাবে চাকুরীচ্যুতির ক্ষেত্রে, তাহার প্রাপ্য অর্থ তাহাকে চূড়ান্তভাবে পরিশোধের পূর্বে, তাহার ভবিষ্য তহবিল হিসাবে জমাকৃত টাকা হইতে ব্যাংক উহার প্রাপ্য টাকা কর্তন করিয়া রাখিতে পারিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, ব্যাংকের পাওনা টাকার পরিমাণ নির্ধারণের অজুহাতে অনুরূপ পরিশোধ, চাঁদা প্রদানকারীর উক্তরূপ চাকুরীচ্যুতির পর দুই মাসের অধিককালব্যাপী, স্থগিত রাখা যাইবে না; উক্ত সময়ের মধ্যে পাওনা টাকার পরিমাণ নির্ধারণ করা না হইলে তাহার প্রাপ্য টাকা সম্পূর্ণভাবে পরিশোধ করা যাইবে এবং পরবর্তীতে উক্ত পাওনা নির্ধারিত হইলে, উহা তাহার বা তাহার মনোনীত ব্যক্তি বা উত্তরাধিকারীর নিকট হইতে Public Demands Recovery Act, 1913 (Beng. Act.III of 1913) এর বিধানাবলী অনুসারে আদায় করা যাইবে।

১২। **তহবিল হইতে অগ্রিম মঞ্জুর**।—(১) কোন চাঁদাপ্রদানকারী তহবিল হইতে অগ্রিম গ্রহণ করিতে চাহিলে তিনি **ফরম 'ঘ'** অনুযায়ী হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তার নিকট আবেদনপত্র দাখিল করিবেন, যাহাতে হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা তাহার মন্তব্য লিপিবদ্ধ করতঃ উহা কর্তৃপক্ষের নিকট উপস্থাপন করিবেন এবং কর্তৃপক্ষ উক্ত আবেদনপত্র সম্পর্কে সন্তুষ্ট হইলে, ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালকের অনুমোদনক্রমে আবেদনকারীকে তাহার ভবিষ্য তহবিল হিসাবে সঞ্চিত অর্থ হইতে অগ্রিম মঞ্জুর করিতে পারিবে।

(২) নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যে এই প্রবিধানের অধীনে অগ্রিম প্রদান করা যাইবে, যথা ঃ—

(ক) আবেদনকারী অথবা তাহার পরিবারের কোন সদস্যের দীর্ঘদিন অসুস্থতার চিকিৎসার ব্যয় নির্বাহ;

(খ) স্বাস্থ্যগত কারণে অথবা শিক্ষার উদ্দেশ্যে আবেদনকারী অথবা তাহার পরিবারের কোন সদস্যের বিদেশ ভ্রমণের ব্যয় নির্বাহ;

(গ) আবেদনকারী অথবা তাহার পরিবারের কোন সদস্যের ধর্মীয় বা সামাজিক প্রথা অনুযায়ী বিবাহ, তাহার পরিবারের কোন সদস্যের দাফন-কাফন বা অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া বা অন্য কোন অবশ্য পালনীয় অনুষ্ঠানের ব্যয় নির্বাহ;

(ঘ) আবেদনকারী বা তাহার পরিবারের কোন সদস্যের জীবন বীমার প্রিমিয়ামের অর্থ পরিশোধ;

(ঙ) বাস গৃহের জন্য জমি ক্রয়, বাস গৃহ নির্মাণ, বাসগৃহ ক্রয় বা মেরামত, বা এই সকল উদ্দেশ্যে ব্যয় নির্বাহের জন্য গৃহীত ব্যক্তিগত ঋণ পরিশোধ;

(চ) আবেদনকারী মুসলমান হইলে, অনধিক একবার হজ্বব্রত পালন, এবং তিনি অমুসলমান হইলে, অনধিক একবার তীর্থভ্রমণ; এবং

(ছ) সাংসারিক বিশেষ প্রয়োজনে ।

(৩) বাসগৃহ নির্মাণ ও বিশেষ ক্ষেত্র ব্যতীত আবেদনকারীর ৩ (তিন) মাসের সমপরিমাণ মূল বেতন এবং সর্বোচ্চ স্থিতির ৫০% এই দুইয়ের মধ্যে যাহা কম তাহার অধিক অগ্রিম মঞ্জুর করা যাইবে না ।

(৪) বাসগৃহ নির্মাণের জন্য স্থিতির সর্বোচ্চ ৮০% অথবা ৩৬ মাসের মূল বেতনের সমপরিমাণ অর্থ এই দুইটির মধ্যে যাহা কম তাহা মঞ্জুর করা যাইবে ।

ব্যাখ্যা ।—এই উপ-প্রবিধানে বাসগৃহ নির্মাণ বলিতে বাসগৃহ নির্মাণের নিমিত্তে জমি ক্রয়, বাসগৃহ মেরামত, বাসগৃহ বা ফ্লাট ক্রয়কেও বুঝাইবে ।

(৫) সাংসারিক বিশেষ জরুরী প্রয়োজনে অগ্রিমের উদ্দেশ্য লিপিবদ্ধকরতঃ আবেদন করিলে বিশেষ বিবেচনায় তহবিলের সঞ্চিত অর্থের সর্বোচ্চ ৭৫% একাধিকবার অগ্রিম মঞ্জুর করা যাইবে, যা পূর্ববতী অগ্রিম গ্রহণের ১ (এক) বৎসর পর পুনরায় মঞ্জুর করা যাইবে, এবং এইরূপ ক্ষেত্রে পূর্বের অগ্রিমের আদায়যোগ্য টাকা পরবর্তী অগ্রিম প্রদানের সময় সমন্বয় করিতে হইবে ।

(৬) অগ্রিম মঞ্জুরীর পরিমাণ এমন হইতে হইবে যাহাতে আবেদনকারীর মাসিক বেতন হইতে অন্যান্য কর্তনসহ সর্বমোট কর্তন মূল বেতনের মধ্যে সীমিত থাকে ।

১৩ । **গৃহীত অগ্রিম পরিশোধ** ।—(১) এই প্রবিধানমালার অধীনে গৃহীত অগ্রিম উহা মঞ্জুরকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত সংখ্যক কিস্তিতে, যাহা ১২টির কম বা ৪৮টির অধিক হইবে না, পরিশোধযোগ্য হইবে, তবে চাঁদাপ্রদানকারী ইচ্ছা করিলে নির্ধারিত সংখ্যক কিস্তি অপেক্ষা কম সংখ্যক কিস্তিতে অগ্রিম পরিশোধ করিতে বা এক সঙ্গে একাধিক কিস্তি জমা দিতে পারিবেন ।

(২) অগ্রিম গ্রহণের পর চাঁদা প্রদানকারী যে মাসে প্রথম পূর্ণ বেতন গ্রহণ করেন সেই মাসের বেতন হইতে উপ-প্রবিধান (১) এর অধীন নির্ধারিত কিস্তির ভিত্তিতে অগ্রিমের টাকা আদায় করা যাইবে।

১৪। **অফেরতযোগ্য অগ্রিম**।—(১) কোন চাঁদা প্রদানকারীর বয়স ৫২ বছর পূর্ণ হইলে এবং চাকুরীরত থাকিলে কর্তৃপক্ষ তাহাকে এই তহবিল হইতে কৃষি জমি ক্রয়সহ যে কোন প্রকৃত প্রয়োজনে স্থিতির সর্বোচ্চ ৮০% অফেরৎযোগ্য অগ্রিম মঞ্জুর করিতে পারিবেন, যাহা চূড়ান্ত পরিশোধের অংশ হিসাবে গণ্য করা হইবে;

(২) প্রয়োজনবোধে এক বা একাধিকবার এই প্রবিধানের অধীন অফেরৎযোগ্য অগ্রিম মঞ্জুর করা যাইবে, তবে প্রত্যেক বারই এই অগ্রিমের পরিমাণ তহবিলে সঞ্চিত চাঁদা প্রদানকারীর অর্থের ৮০% এর মধ্যে থাকিতেই হইবে।

(৩) কোন চাঁদা প্রদানকারী একবার অফেরৎযোগ্য অগ্রিম গ্রহণ করিলে তাহাকে আর ফেরৎযোগ্য অগ্রিম প্রদান করা যাইবে না।

(৪) চাঁদা প্রদানকারী ৫২ বৎসর বয়সে উপনীত হওয়ার পর ইচ্ছা করিলে পূর্বে গৃহীত এক বা একাধিক অগ্রিমের অপরিশোধিত কিস্তি অফেরৎযোগ্য অগ্রিমে রূপান্তরিত করিতে পারিবেন এবং এইরূপ ক্ষেত্রে ইহা চূড়ান্ত প্রদানের অংশ হিসাবে গণ্য হইবে।

(৫) অফেরৎযোগ্য অগ্রিমের জন্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত ফরম অনুযায়ী আবেদন করিতে হইবে।

১৫। **অগ্রিম মঞ্জুরকারী কর্তৃপক্ষ**।—(১) ভবিষ্য তহবিলের স্থিতির বিপরীতে ফেরৎযোগ্য অগ্রিম মঞ্জুরকারী কর্তৃপক্ষ হইবে নিম্নরূপ, যথা ঃ—

(ক)	বিভাগীয় প্রধান, কেন্দ্রীয় হিসাব বিভাগ (এসপিও/এজিএম/ডিজিএম)	২০,০০০.০০ টাকা পর্যন্ত
(খ)	বিভাগীয় প্রধান, কেন্দ্রীয় হিসাব বিভাগ (মহাব্যবস্থাপক)	২০,০০১.০০ টাকা হইতে ৫০,০০০.০০ টাকা পর্যন্ত
(গ)	ব্যবস্থাপনা পরিচালক	৫০,০০০.০০ টাকার ঊর্ধ্বে

(২) অফেরৎযোগ্য অগ্রিম মঞ্জুরীর এখতিয়ার ব্যবস্থাপনা পরিচালকের নিকট সংরক্ষিত থাকিবে।

(৩) মঞ্জুরকারী কর্তৃপক্ষ তাহার অনুমোদন ক্ষমতার মধ্যে নিজের আবেদনের বিপরীতে অগ্রিম মঞ্জুর করিতে পারিবেন না, এইরূপ ক্ষেত্রে মঞ্জুরকারী হইবে তাহার উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালকের ক্ষেত্রে মঞ্জুরকারী কর্তৃপক্ষ হইবে ব্যাংকের পরিচালনা বোর্ড।

১৬। অগ্রিম প্রদান।—অগ্রিম মঞ্জুরী সাপেক্ষে প্রধান কার্যালয়ের কেন্দ্রীয় হিসাব বিভাগ সংশ্লিষ্ট হিসাব বিয়োজনপূর্বক প্রধান কার্যালয়ে কর্মরতদের ক্ষেত্রে ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে এবং শাখায় কর্মরতদের ক্ষেত্রে ক্রেডিট অ্যাডভাইস ইস্যু করিয়া অগ্রিম প্রদান করিবে।

১৭। তহবিলে জমার উপর সুদ।—(১) সরকার প্রতি বৎসরের জন্য তহবিলের জমার উপর সুদের যে হার নির্ধারণ করিবে, উক্ত হারে তহবিলে চাঁদা প্রদানকারীর জমাকৃত অর্থের উপর সেইরূপ হারে সুদ প্রদেয় হইবে।

(২) চাঁদা প্রদানকারীর জমাকৃত অর্থের উপর প্রতি বৎসরের শেষ দিনে নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে সুদ প্রদেয় হইবে, যথা ঃ—

(ক) পূর্ববর্তী বৎসরের শেষ দিনের জমা হইতে চলতি বৎসরে উত্তোলিত অর্থ (যদি থাকে) বাদ দেওয়ার পর অবশিষ্ট জমার উপর ১২ মাসের সুদ;

(খ) বৎসরের প্রথম দিন হইতে যে মাসে উত্তোলন করা হয়, ঐ মাসের পূর্ববর্তী মাসের শেষ দিন পর্যন্ত উত্তোলনকৃত অর্থের সুদ;

(গ) চলতি বৎসরে জমাকৃত অর্থের উপর উপ-প্রবিধান (৩) এর বিধান মোতাবেক মাসিক জমাদানের তারিখ হইতে বৎসরের শেষ দিন পর্যন্ত সুদ;

(ঘ) প্রবিধান ২১ মোতাবেক চাঁদা প্রদানকারীর ভবিষ্য তহবিলের অর্থ প্রদেয় হওয়ার ক্ষেত্রে প্রদেয় হওয়ার তারিখ পর্যন্ত সুদ প্রদান করিতে হইবে।

(৩) এই প্রবিধানের অধীন সুদ প্রদানের ক্ষেত্রে জমার তারিখ হইবে যে মাসের বেতন হইতে কর্তন করা হইবে ঐ মাসের পরবর্তী মাসের প্রথম দিন।

(৪) কোন চাঁদা প্রদানকারী তহবিলের উপর সুদ গ্রহণ করিবেন না বলিয়া জ্ঞাত করাইলে সেইক্ষেত্রে সুদ প্রদান করা হইবে না, তবে পরবর্তী পর্যায়ে যদি সুদ গ্রহণ করিবেন বলিয়া জানান তবে যে বৎসর জানাইবেন ঐ বৎসরের প্রথম দিন হইতে সুদ প্রদান করিতে হইবে।

(৫) যদি চাঁদা প্রদানকারী তাহার তহবিলে ইতোমধ্যে জমাকৃত সুদ গ্রহণ করিবেন না বলিয়া লিখিতভাবে জানান তাহা হইলে ইতোমধ্যে জমাকৃত সুদ ভবিষ্য তহবিলে ডেবিটপূর্বক সুদ খাতে কন্ট্রা এন্ট্রি দেখাইয়া সমন্বয় করিতে হইবে।

(৬) জমাকৃত অর্থের উপর যে সুদ প্রদান করা হইয়াছে উহাও চাঁদা প্রদানকারী জমার সহিত একীভূত হইবে এবং জমা ও সুদ উভয়ের উপর এই প্রবিধান মোতাবেক নির্ধারিত হারে সুদ প্রদেয় হইবে।

১৮। **হিসাবরক্ষণ**।—প্রত্যেক চাঁদা প্রদানকারীর নামে ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে পৃথক পৃথক হিসাব রক্ষিত হইবে এবং এতদুদ্দেশ্যে প্রধান কার্যালয় ব্যতীত অন্যান্য কার্যালয়ে কর্মরত চাঁদা প্রদানকারীর মাসিক চাঁদা ষান্মাসিক ভিত্তিতে ক্রেডিট অ্যাডভাইসের মাধ্যমে প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ করিতে হইবে।

১৯। **হিসাব নিরীক্ষা**।—(১) মৃত, অবসরপ্রাপ্ত, অপসারিত, ইস্তফা প্রদানকারী চাঁদা প্রদানকারীকে ভবিষ্য তহবিলের অর্থ চূড়ান্তভাবে প্রদানের পূর্বে ব্যাংকের নিরীক্ষা ও পরিদর্শন বিভাগ কর্তৃক সংশ্লিষ্ট হিসাব নিরীক্ষা করাইতে হইবে।

(২) ভবিষ্য তহবিলে চাঁদা প্রদানকারীকে তাহার হিসাবের স্থিতি জানানোর পূর্বে অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কর্তৃক ভবিষ্য তহবিল হিসাবসমূহ নিরীক্ষা করাইতে হইবে।

(৩) ভবিষ্য তহবিলের নিয়মাবলী, হিসাব পদ্ধতি, সুদ প্রদান, বার্ষিক হিসাব সমাপনী ইত্যাদি বিষয়াদি অন্ততঃ প্রতি ৫ (পাঁচ) বৎসরে একবার বহিঃনিরীক্ষা কর্তৃক নিরীক্ষা করানো যাইতে পারে।

২০। **হিসাবের বিবরণী সরবরাহ**।—বার্ষিক হিসাব সমাপনী অন্তে প্রধান কার্যালয়ের সংশ্লিষ্ট বিভাগ সকল চাঁদা প্রদানকারীকে তাহাদের হিসাবের স্থিতি ও উক্ত বৎসরের সুদের বিবরণী যথাশীঘ্র সম্ভব অবহিত করিবে।

২১। **ভবিষ্য তহবিলের অর্থ চূড়ান্ত নিষ্পত্তি**।—(১) চাঁদা প্রদানকারীকে নিম্নোক্ত ক্ষেত্রে তহবিলের সঞ্চিত অর্থ চূড়ান্তভাবে প্রদেয় হইবে, যথা ঃ—

(ক) অবসর গ্রহণ প্রস্তুতিমূলক ছুটিতে গেলে;

(খ) অবকাশকালীন ছুটিসহ অবসর গ্রহণ প্রস্তুতিমূলক ছুটিতে গেলে;

(গ) অবসর প্রস্তুতিমূলক ছুটি ভোগ ব্যতিরেকে সরাসরি অবসর গ্রহণ করিলে;

(ঘ) অক্ষমতাজনিত কারণে অবসর গ্রহণ করিলে;

(ঙ) চাকুরী হইতে পদত্যাগ করিলে;

(চ) চাকুরীরত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করিলে;

(ছ) দণ্ড স্বরূপ—

(অ) চাকুরী হতে বাধ্যতামূলক অবসর দেওয়া হইলে;

(আ) চাকুরী হইতে অপসারণ করা হইলে;

(ই) চাকুরীচ্যুত করা হইলে।

(২) ভবিষ্য তহবিলে সঞ্চিত অর্থ প্রদেয় হইলে সংশ্লিষ্ট চাঁদা প্রদানকারীকে এবং তাহার মৃত্যুতে তৎকর্তৃক মনোনীত ব্যক্তি বা উত্তরাধিকারীকে ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত ছকে আবেদন করিতে হইবে এবং প্রদেয় অর্থ বাংলাদেশে এবং বাংলাদেশী মুদ্রায় প্রদান করিতে হইবে।

২২। **ভবিষ্য তহবিলের অর্থ প্রদানের ক্ষেত্রে Act XIX of 1925 এর প্রয়োগ।**—কোন চাঁদা প্রদানকারীর ভবিষ্য-তহবিল-হিসাবে সঞ্চিত অর্থ পরিশোধ যোগ্য হইলে, উহা পরিশোধের সময় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ The Provident Funds Act, 1925 (XIX of 1925) এর section 4 এর বিধানাবলী অনুসরণ করিবেন।

২৩। **প্রবিধানমালায় অন্তর্ভুক্ত নহে এইরূপ বিষয়।**—এই প্রবিধানমালায় যেই সকল বিষয়ে কোন বিধান করা হয় নাই সেই সকল বিষয়ে সরকারী কর্মচারীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বিধিমালা, প্রবিধানমালা, আদেশ-নির্দেশ এবং নিয়মাবলী অনুসরণ করা হইবে এবং এইরূপ অনুসরণের ক্ষেত্রে কোন বিষয়ে কোন অসুবিধা দেখা দিলে উক্ত বিষয়ে সরকারের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হইবে।

ফরম 'ক'

[প্রবিধান ৩(২) দ্রষ্টব্য]

(আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক ভবিষ্য তহবিলে হিসাব খুলিবার আবেদনপত্র)

১। আবেদনকারীর নাম.....

২। পিতা/স্বামীর নাম.....

৩। পদের নাম.....

৪। বেতনক্রম ও মাসিক বেতন.....

৫। ব্যাংকের যে শাখায় কর্মরত.....

৬। চাকুরীতে যোগদানের তারিখ.....

৭। জন্ম তারিখ.....

৮। সুদ গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক কি না.....

আমি ভবিষ্য তহবিলে একটি হিসাব খুলিতে চাই। সুতরাং আমার নামে একটি হিসাব খোলার জন্য অনুরোধ জানাইতেছি।

....
তারিখ আবেদনকারীর স্বাক্ষর

উপরি-উক্ত তথ্যাদি আমার জানামতে সঠিক এবং আবেদনপত্র বিবেচনার জন্য প্রেরণ করা হইল।

হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তার স্বাক্ষর

তারিখ..... .....

(এই অংশ ব্যাংকের হিসাব বিভাগের প্রধান কর্মকর্তা পূরণ করিবেন)

উপরোক্ত আবেদনপত্র মঞ্জুর করা হইল এবং আবেদনকারীর নামে আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক ভবিষ্য তহবিল হিসাব নং ..... বরাদ্দ করা হইল।

....
তারিখ বিভাগীয় প্রধান, হিসাব বিভাগ এর স্বাক্ষর

ফরম 'খ'

[প্রবিধান ৮(১) দ্রষ্টব্য]

(ভবিষ্য তহবিল হিসাবে জমাকৃত অর্থ প্রাপ্তির মনোনয়ন পত্র)

চাঁদা প্রদানকারী পরিবারের এক/একাধিক সদস্যকে/সদস্যগণকে মনোনয়ন দান ঃ

আমার ভবিষ্য তহবিল হিসাবে জমাকৃত টাকা পরিশোধযোগ্য হইবার পূর্বে, অথবা উহা পরিশোধযোগ্য হওয়া সত্ত্বেও পরিশোধিত না হওয়ার পূর্বে আমার মৃত্যুর ক্ষেত্রে উক্ত টাকা গ্রহণের জন্য আমি এতদ্বারা আমার পরিবারের নিম্নবর্ণিত সদস্যকে/সদস্যগণকে মনোনয়ন দান করিলাম ঃ

মনোনীত সদস্য/ সদস্যগণের নাম ও ঠিকানা	চাঁদা প্রদানকারীর সহিত সম্পর্ক	মনোনীত সদস্য/ সদস্যগণের বয়স	মনোনীত সদস্য একাধিক হইলে প্রত্যেকের প্রাপ্য অংশ
১।			
২।			
৩।			
৪।			

দুইজন সাক্ষীর নাম,
ঠিকানা ও স্বাক্ষর

.....
চাঁদা প্রদানকারীর স্বাক্ষর ও তারিখ

১। নাম.....

পদবী.....

২। ঠিকানা.....

.....

তারিখ.....

ফরম 'গ'

[প্রবিধান ৮(১) এর শর্তাংশ]

চাঁদা প্রদানকারীর পরিবার না থাকিলে এক/একাধিক ব্যক্তিকে মনোনয়ন দান ঃ

আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক ভবিষ্য তহবিল প্রবিধানমালা এর প্রবিধান ২(ঘ) তে প্রদত্ত সংজ্ঞা অনুসারে আমার কোন পরিবার নাই। আমার ভবিষ্য তহবিল হিসাবে জমাকৃত টাকা পরিশোধযোগ্য হইবার পূর্বে অথবা পরিশোধযোগ্য হওয়া সত্ত্বেও পরিশোধিত না হওয়ার পূর্বে আমার মৃত্যুর ক্ষেত্রে উক্ত টাকা গ্রহণের জন্য আমি এতদ্বারা নিম্নবর্ণিত ব্যক্তি/ব্যক্তিগণকে মনোনয়ন দান করিলাম ঃ

মনোনীত সদস্য/ সদস্যগণের নাম/ঠিকানা	চাঁদা প্রদানকারীর সহিত সম্পর্ক	মনোনীত সদস্যের/ সদস্যগণের বয়স	মনোনীত সদস্য একাধিক হইলে প্রত্যেকের প্রাপ্য অংশ (শতকরা হার)
১।			
২।			
৩।			

দুইজন সাক্ষীর নাম,
পদবী, ঠিকানা ও স্বাক্ষর

চাঁদা প্রদানকারীর স্বাক্ষর ও তারিখ

১। নাম.....

পদবী.....

২। ঠিকানা.....

.....

তারিখ.....

ফরম 'ঘ'

[প্রবিধান ১২(১) এর দ্রষ্টব্য]

তহবিল হইতে অগ্রিম গ্রহণের জন্য আবেদনপত্র

বরাবর,

.....

.....

.....

জনাব,

আমার ভবিষ্য তহবিল হিসাব নম্বর.....তে জমাকৃত টাকা হইতে..... টাকা অগ্রিম প্রদানের জন্য অনুরোধ করিতেছি।

এতদুদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি এতদসংগে পরবর্তী পৃষ্ঠায় আপনার বিবেচনার জন্য উপস্থাপন করিতেছি।

উক্ত তথ্যাদি আমার জানামতে সঠিক।

আবেদনকারীর স্বাক্ষর

নাম.....

তারিখ..... পদবী.....

ঠিকানা.....

.....

তথ্যাদি

১। বিগত ৩০শে জুন তারিখে ভবিষ্য তহবিল হিসাবে জমাকৃত টাকার পরিমাণ (উক্ত টাকার পরিমাণ প্রমাণের জন্য হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা প্রদত্ত প্রত্যয়ন পত্র/রশিদ দাখিল করিতে হইবে).....

২। অগ্রিম গ্রহণের কারণ (কারণ বিবৃত করিবার জন্য প্রয়োজনবোধে অতিরিক্ত কাগজ ব্যবহার করা যাইবে).....

৩। বর্তমান বেতনক্রম ও মাসিক মূল বেতন.....

৪। (ক) পূর্বে কোন অগ্রিম গ্রহণ করিলে উহার বিবরণ.....

(খ) পূর্বে গৃহীত অগ্রিম সম্পূর্ণ পরিশোধিত হইয়াছে কিনা এবং পরিশোধিত হইয়া থাকিলে উহার সর্বশেষ কিস্তি পরিশোধ এর তারিখ.....

(ঘ) পূর্বে গৃহীত অগ্রিম সম্পূর্ণরূপে পরিশোধিত না হইয়া থাকিলে উহার কতটি কিস্তি পরিশোধ বাকী আছে।

চাঁদা প্রদানকারীর স্বাক্ষর

নাম.....

পদবী.....

ঠিকানা.....

.....

তারিখ.....

হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তার মন্তব্য

.....

..... ।

ব্যাংকের পরিচালনা বোর্ডের আদেশক্রমে
মোঃ নূরুল হুদা চৌধুরী
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

মোঃ মাছুম খান (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আখ্‌তার হোসেন (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।